৭২

তারিখ ...25 APR 1998...
পৃষ্ঠা : ১ কলাম ...২

ভোরের কাগজ

এসএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁস ☐ তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেশ

ইংরেজি দ্বিতীয় ও বাংলা উভয়পত্রের পরীক্ষা আবার গ্রহণের সুপারিশ

রুহুল আমিন রুশদ : ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে গৃহীত এসএসসি-ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র এবং বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা নতুন প্রশ্নপত্রে আবার গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন কর্তৃক গঠিত দুই সদস্যবিশিষ্ট কমিটির তদন্ত প্রতিবেদনে ঐ সুপারিশসহ মোট ৭ দফা মন্তব্য সুপারিশ করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে বিশেষ বাহক মারফত গতকাল ৪৫ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিবেদন ও সংযুক্তি শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রতিবেদনে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিজি প্রেসের কতিপয় কর্মচারী/কর্মকর্তার যোগসাজশে ঐ প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় (চট্টগ্রাম) পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকাকে প্রতিবেদনে 'রহস্যজনক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের কয়েকটি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্রগুলো জানায়, তদন্ত প্রতিবেদনে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের প্রশ্নপত্রসহ অপরাপর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা সঠিক। তবে ইংরেজি প্রথমপত্রের প্রশ্নপত্র ফাঁস হলেও তা ব্যাপক প্রচার পায়নি। প্রশ্নপত্র বিজি প্রেস থেকে যে কোনো উপায়ে ফাঁস করা হয়েছে— যার কপি মোঃ কাইউম খান তার মেয়ের জন্য বিজি প্রেসের বাইন্ডার (নং ৯৬৬) কামালউদ্দিনের কাছ থেকে চট্টগ্রামের মিরসরাই থানাধীন তার গ্রামের বাড়ি সোনাপাহাড় থেকে যোগাড় করে। কাইউম এবং তার ছেলে বেলায়েত ওরফে বেলালের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রথমে মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে মিরসরাই ও সীতাকুণ্ড থানা এলাকা এবং পরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে যায়।

জানা গেছে, তদন্ত প্রতিবেদনের ৭টি মন্তব্য সুপারিশ হচ্ছে : ১. ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র এবং বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষা নতুন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পুনঃগ্রহণ। ২. স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে, পুলিশ প্রশাসন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিষয়টি এতো প্রসারলাভ ও রহস্যাবৃত থাকতো না। জেলা প্রশাসন গঠিত তদন্ত কমিটি মাত্র ৩৬ ঘন্টার মধ্যেই ঐ রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছে। তাই এ বিষয়ে মিরসরাই ও সীতাকুণ্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সার্কেল পুলিশ সুপারের ভূমিকা রহস্যজনক। ৩. পরীক্ষা চলাকালে কোনো সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর দায়িত্বে অবহেলা প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তার ব্যাপারে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ। ৪. পাবলিক পরীক্ষা আইন ১৯৮০ (১৯৯২ সালে সংশোধিত)-তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে আরো

● এরপর- পৃষ্ঠা ২

ইংরেজি দ্বিতীয় ও বাংলা উভয়পত্রের পরীক্ষা আবার গ্রহণের সুপারিশ

● প্রথম পাতার পর

স্পষ্ট ও কঠোর দণ্ডের বিধানসহ ধারা সংযোজন প্রয়োজন। ৫. প্রত্যেক বোর্ডের জন্য আগের মতো পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্র থাকা যুক্তিযুক্ত। ৬. প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধকল্পে একই স্থান থেকে সকল প্রশ্নপত্র না ছেপে একাধিক স্থান থেকে ছাপার ব্যবস্থা নেওয়া। তাছাড়া প্রতি বিষয়ের প্রশ্নপত্রের অন্তত একটি সেট অন্যস্থান থেকে ছেপে সরকার তা গোপন স্থানে বা জেলা ট্রেজারিতে সংরক্ষণের নির্দেশ দিতে পারে— যাতে প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া যায়। ৭. প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়ার জন্য আরো কঠোর আইন প্রণয়ন করা দরকার— যাতে জড়িত ও অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে।

সূত্রগুলো জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পেয়ে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক এবং শিক্ষা সচিব রকিবউদ্দিন আহমেদ চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কে এম হাবিব উল্লাহর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেন। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক গত ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রামের সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ নজরুল ইসলামকে সভাপতি এবং চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সহকারী কলেজ পরিদর্শক এস এম মোজাহিদকে সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন।

জানা গেছে, গঠিত কমিটি গত ২০ এপ্রিল সোমবার তদন্ত কাজ শুরু করে। পরদিন মঙ্গলবার মিরসরাই থানা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের একটি বেনামি চিঠির কথা কমিটিকে জানান। চিঠির সারাংশ হচ্ছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে ঢাকার তেজগাঁও বিজি প্রেসে কর্মরত মিরসরাই থানার উত্তর সোনাপাহাড় গ্রামের মকবুল আহমদের ছেলে কামালউদ্দিন ওরফে মুছা, সীতাকুণ্ডের সড়ক ও জনপথ অফিসের কাছের এ কে জিলানী এবং চিনকি আস্তানা সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কাইউম মাস্টার জড়িত।

বেনামি চিঠিটির সূত্র ধরে কমিটি সদস্যদ্বয় জিলানীকে খুঁজে বের করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিলানী জানান, মিরসরাইয়ের সোনাপাহাড় গ্রামের কাইউম মাস্টার তার (কাইউম) এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়ের জন্য কামালউদ্দিনের কাছ থেকে প্রশ্নপত্রের কপি সংগ্রহ করেছেন। কাইউম মাস্টারের বড়ো ছেলে বেলায়েত হোসেন ওরফে বেলালের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ঐদিন (২১ এপ্রিল) কাইউম মাস্টারের বাড়ি তল্লাশি করে কামালউদ্দিনের গত ১৭ এপ্রিল লেখা একটি চিরকুট, কাইউম মাস্টারের মেয়ে মাসুদা আক্তারের হাতে লেখা পদার্থবিজ্ঞানের ২০ পৃষ্ঠার একটি উত্তরপত্র (পরদিন ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠিত পদার্থবিজ্ঞান প্রশ্নপত্রের সঙ্গে তার প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া যায়) এবং ইংরেজি প্রথমপত্রের (প্রকৃত প্রশ্নপত্রের সঙ্গে আংশিক মিলযুক্ত) একটি হাতে লেখা প্রশ্নপত্রের ফটোকপি পাওয়া যায়।

সূত্র জানায়, ২১ এপ্রিল বুধবার রাতে কামালউদ্দিনের (মুছা) বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। কামালের স্ত্রীকে জেরা করে জানা যায়, কাইউম মাস্টার ও জিলানী তাদের পরিচিত। ঐ বাড়ি থেকে কামালের হাতের লেখা একটি নোটবুক জব্দ করা হয়। কাইউম মাস্টারকে লেখা চিরকুট ও ঐ নোটবুকের হাতের লেখা মিলে যায়। চিরকুটটিতে লেখা ছিল, 'মাস্টার সাহেব, সালাম জানিবেন। আমি ২৪/১২/৯৭ তাং আসতেছি। কোনো ব্যবস্থা থাকলে টাকা যোগাড় রাখবেন বা আমার বাড়িতে দিলে এখন মোটামুটি উপকৃত হইবে।.... কিছু কাজ সঙ্গে আনতেছি। ইতি কামাল ১৭/১২/৯৭।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ১৭ এপ্রিল থেকেই মিরসরাই থানা এলাকায় এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রচারিত হয়। জানা যায়, বারইয়ারহাট বাজারে ৪টি ফটোস্ট্যাট মেশিন থেকে দিনরাত ফটোকপি করে প্রশ্নপত্রের শত শত ফটোকপি কয়েকদিন ধরে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কাছে বিক্রি হয়। বিষয়টি এলাকায় আলোচিত ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছাপার পরেও সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সার্কেল এএসপি এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানা যায়নি।

শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে ভোরের কাগজের [illegible] থেকে যোগাযোগের জন্য গতকাল [illegible] থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বেশ [illegible] টেলিফোনে চেষ্টা করেও তাকে [illegible] যায়নি